Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন: নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 23090121196

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন: নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 23090121196

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন: নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার, আইডিঃ 23090121196 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন: নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sumya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সুমাইয়া আক্তার

আইডিঃ 23090121196

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা:.....6
অধ্যায় ২ : সাহিত্য পর্যালোচনা.....7
অধ্যায় ৩: বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশন — কাঠামো ও কার্যক্রম.....11
অধ্যায় ৪: জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা.....16
অধ্যায় ৫: নারীর অধিকার — বাংলাদেশের বাস্তবতা.....21
অধ্যায় ৬: গবেষণা বিশ্লেষণ ও ফলাফল.....27
অধ্যায় ৭: সুপারিশ ও করণীয়.....32

বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন: নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে?

অধ্যায় ১: ভূমিকা:

বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন, নীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে "জাতীয় নারী কমিশন" একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য হলো নারীর অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধে কাঠামোগত ভূমিকা পালন করা। যদিও কমিশনটিকে নারী অধিকার আন্দোলনের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তথাপি এর কার্যকারিতা, ক্ষমতা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার লঙ্ঘনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—ধর্ষণ, নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, সাইবার সহিংসতা ইত্যাদি সমস্যায় নারীরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় জাতীয় নারী কমিশনের কার্যকর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কমিশন কি তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারছে? এর সীমাবদ্ধতাগুলো কোথায়? এবং নারীর অধিকার আজ কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে?

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো—জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো, ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করে এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং নারীর অধিকার বাস্তবায়নে কমিশনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ উন্নয়নমুখী সুপারিশ প্রদানও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ২ : সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) যে কোনো গবেষণার একটি অপরিহার্য অংশ। এটি গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং পূর্ববর্তী গবেষণা, বই, আইন, নীতি-নির্দেশনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং গবেষকদের মতামতের মাধ্যমে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করে। বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশন, নারীর অধিকার, সহিংসতা প্রতিরোধ, এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ে প্রচুর গবেষণা রয়েছে, যার আলোকে নারী কমিশনের কাঠামো, সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই অধ্যায়ে সে সকল সাহিত্য বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো।

২.২ নারীর অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন

নারীর মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু কনভেনশন ও চুক্তি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

২.২.১ CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত CEDAW নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নথি।

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে CEDAW অনুমোদন করেছে, যা নারীর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে স্পষ্ট দায়িত্ব প্রদান করে। তবে কিছু ধারায় বাংলাদেশের "সংরক্ষণ" (reservation) থাকার কারণে পুরোপুরি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হয়।

২.২.২ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (1995)

নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী-বান্ধব নীতি প্রণয়নে এই প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশও এই প্ল্যাটফর্মে উল্লেখ রয়েছে।

২.২.৩ SDG-5 (Sustainable Development Goal-5)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৫নং লক্ষ্য হলো "Gender Equality" বা লিঙ্গ সমতা অর্জন।

নারী কমিশন এই SDG লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

এই তিনটি আন্তর্জাতিক কাঠামো বাংলাদেশে নারী কমিশনের আইনি ও প্রশাসনিক ভূমিকার ভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ জাতীয় নারী কমিশনের ইতিহাস

বাংলাদেশে নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন নীতি ও সংস্থার বিকাশ ঘটে।

২.৩.১ ১৯৯০-পরবর্তী নারী আন্দোলনের চাপ

গণতান্ত্রিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন নারী সংগঠন (বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীনেত্রী নাসিমা আখতার জুলির প্রচেষ্টা, মানবাধিকার কর্মীরা) রাষ্ট্রকে চাপ সৃষ্টি করে নারী কমিশন গঠনের দাবি তোলেন।

২.৩.২ ২০০৯ সালে প্রথম খসড়ার জন্ম

২০০৯ সালে আইন মন্ত্রণালয়ে কমিশন গঠনের খসড়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

২.৩.৩ ২০১৯ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কমিশন আইনের প্রণয়ন

২০১৯ সালে "জাতীয় নারী কমিশন আইন" পাস হয় এবং কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ আইন কমিশনকে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেয়নি—এটি সাহিত্য পর্যালোচনাতেও উঠে এসেছে।

২.৪ অন্যান্য দেশের নারী কমিশনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন দেশে নারী অধিকার রক্ষা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে শক্তিশালী নারী কমিশন রয়েছে, যেমন:

২.৪.১ ভারত – National Commission for Women (NCW)

- নিজস্ব তদন্ত ক্ষমতা রয়েছে
- স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করতে পারে
- সরকারি সংস্থাকে জবাব দিতে বাধ্য করতে পারে
- বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন বাধ্যতামূলক

বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের কমিশন অনেক বেশি ক্ষমতাধর।

২.৪.২ নেপাল – National Women Commission

- সংবিধানসম্মত প্রতিষ্ঠান
- বাজেট বরাদ্দ স্বতন্ত্র
- নারী সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন হলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে

২.৪.৩ পাকিস্তান – National Commission on the Status of Women (NCSW)

- নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে
- সরকারকে নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারে

বাংলাদেশের নারী কমিশনের দুর্বলতা এই তুলনাকেই ভিত্তি করে আরও স্পষ্ট হয়।

২.৫ বাংলাদেশে নারীর অবস্থান বিষয়ক গবেষণা

বিভিন্ন গবেষণা, মানবাধিকার সংস্থা, এবং এনজিও প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহে দেখা যায়—বাংলাদেশে নারীর অবস্থান এখনও ঝুঁকিপূর্ণ।

২.৫.১ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (বিভিন্ন রিপোর্টে)

- ধর্ষণের হার বৃদ্ধি
- গার্হস্থ্য সহিংসতা বাড়ছে
- সাইবার সহিংসতা ব্যাপক
- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ বৃদ্ধি

২.৫.২ সামাজিক গবেষণার সাক্ষ্য

গবেষণাগুলো দেখায় যে—

- পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা কম
- নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাড়লেও সহিংসতা কমেনি
- বিচারপ্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতা
- ভুক্তভোগীদের পুলিশ-প্রশাসন ভীতি

এই গবেষণা উপাত্ত কমিশনের কার্যকারিতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.৬ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কাঠামো

নারী কমিশন একটি **রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান**। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা মূল্যায়নে তিনটি তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়:

২.৬.১ Institutional Capacity Theory

প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্ভর করে—

- আইনি ক্ষমতা
- বাজেট
- জনবল

- সাংগঠনিক কাঠামো

  নারী কমিশন এ ক্ষেত্রে দুর্বল বলে বিভিন্ন গবেষণা নির্দেশ করে।

২.৬.২ Accountability Theory

জনগণের কাছে ও রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি থাকা দরকার। নারী কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় জবাবদিহির সংকট তৈরি হয়।

২.৬.৩ Rights-Based Approach

নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারী কমিশনের কাজ হওয়া উচিত অধিকারভিত্তিক নীতি ও সুরক্ষা প্রদান—কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়।

২.৭ পূর্ববর্তী গবেষণা সমালোচনা

বহু গবেষণায় দেখা যায়—

- কমিশনের আইনি ক্ষমতা কম
- প্রশাসনিক প্রভাব রয়েছে
- পর্যাপ্ত বাজেট নেই
- অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া দুর্বল
- জনগণ কমিশন সম্পর্কে সচেতন নয়

তবে কোনো গবেষণাই নারীর অধিকার কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তা **পরিসরভিত্তিক বিশ্লেষণ** করে দেখায়নি।

এই গবেষণা সেই ঘাটতি পূরণ করবে।

২.৮ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে দেশি-বিদেশি সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে নারী কমিশনের কার্যকারিতা এবং নারীর অধিকার বাস্তবচিত্র বোঝার জন্য—

- আন্তর্জাতিক নীতি
- জাতীয় আইন
- অন্যান্য দেশের কমিশনের মডেল
- পূর্ববর্তী গবেষণা

  সবকিছু মিলিয়ে যে কাঠামো তৈরি হয়, তার ভিত্তিতে কমিশনের শক্তি-দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যায়।

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশে জাতীয় নারী কমিশন — কাঠামো ও কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা

জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নারী জনগোষ্ঠীর অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা, এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণে নারীর স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করা এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। যদিও এটি বাংলাদেশে নতুন প্রতিষ্ঠান, তবুও এটি নারী অধিকার রক্ষায় একটি সম্ভাবনাময় কাঠামো। এই অধ্যায়ে কমিশনের গঠন, ক্ষমতা, আইনগত ভিত্তি, কর্মপদ্ধতি, কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো।

৩.২ কমিশনের গঠন ও সাংগঠনিক কাঠামো

৩.২.১ প্রতিষ্ঠা ও আইনি ভিত্তি

জাতীয় নারী কমিশন "জাতীয় নারী কমিশন আইন, ২০১৯" দ্বারা গঠিত একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

এই আইন কমিশনকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদান করে—

- সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সদস্য
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রশাসনিক কাঠামো
- নারী অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের ক্ষমতা
- গবেষণা, সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণমূলক দায়িত্ব

৩.২.২ গঠন (Composition)

কমিশন সাধারণত নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত—

- **১ জন চেয়ারম্যান**
- **৬ জন সদস্য** (নারী ও পুরুষ উভয় হতে পারে, তবে নারীর সংখ্যা অধিক রাখার সুপারিশ থাকে)
- **একজন সচিব** (প্রশাসনিক প্রধান)
- **নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী**

৩.২.৩ প্রশাসনিক কাঠামো

কমিশন সাধারণত ৪টি প্রধান শাখায় বিভক্ত—

1. **অভিযোগ তদন্ত সেল**
2. **গবেষণা ও নীতি বিশ্লেষণ সেল**

3. **আইন ও মানবাধিকার সেল**
4. **প্রশাসন ও অর্থ শাখা**

প্রতিটি শাখায় নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজ করেন।

৩.৩ আইনি ক্ষমতা ও দায়িত্ব

জাতীয় নারী কমিশনের মূল দায়িত্ব ও ক্ষমতা আইন দ্বারা নির্ধারিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—

৩.৩.১ অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত

কমিশন নারীর বিরুদ্ধে—

- সহিংসতা
- বৈষম্য
- যৌন হয়রানি
- বাল্যবিবাহ
- নির্যাতন
- সম্পত্তি বঞ্চনা

সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

৩.৩.২ সুপারিশ প্রদান

কমিশন সরাসরি—

- সরকার
- আইন মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়
- পুলিশ প্রশাসন
- বিচার বিভাগ

প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পাঠাতে পারে।

৩.৩.৩ নীতি প্রণয়ন ও আইন সংস্কারে ভূমিকা

কমিশন নারীবান্ধব আইন সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে, যেমন—

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন
- শ্রম আইন
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

৩.৩.৪ গবেষণা পরিচালনা

নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান সংক্রান্ত গবেষণা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা কমিশনের দায়িত্ব।

৩.৩.৫ সচেতনতা বৃদ্ধি

সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা, ক্যাম্পেইন আয়োজনের মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৩.৪ বাজেট ও মানবসম্পদ

৩.৪.১ বাজেট বরাদ্দ

কমিশনের বাজেট মূলত সরকার থেকে আসে, যা—

- প্রশাসনিক ব্যয়
- গবেষণা ব্যয়
- সচেতনতা কর্মসূচি
- কর্মচারী বেতন

ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

তবে অনেক গবেষণায় বলা হয়, বাজেট তুলনামূলক কম হওয়ায় কমিশনের কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে।

৩.৪.২ মানবসম্পদের চ্যালেঞ্জ

- পর্যাপ্ত সংখ্যক তদন্ত কর্মকর্তা নেই
- জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শাখা নেই
- প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি
- কেস ম্যানেজমেন্ট কর্মী খুব কম

এসব কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে।

৩.৫ কার্যক্রমের ধাপ ও প্রক্রিয়া

কমিশনের কার্যক্রম প্রধানত নিম্নোক্ত ধাপে সম্পন্ন হয়—

৩.৫.১ অভিযোগ গ্রহণ

ভুক্তভোগী নারী, পরিবার বা সংগঠন যে কোনো মাধ্যমেই অভিযোগ দিতে পারে—

- সরাসরি অফিসে
- লিখিতভাবে

- ফোনে
- ই-মেইলে
- অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে (অনেক ক্ষেত্রে এখনো সীমিত)

৩.৫.২ তদন্ত ও যাচাই

তদন্ত কর্মকর্তা—

- ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নেন
- প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেন
- পুলিশ রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন
- মেডিকেল রিপোর্ট সংগ্রহ করেন (প্রয়োজনে)

৩.৫.৩ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ

কমিশন পুলিশ বা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে পদক্ষেপ নিতে বলে।

৩.৫.৪ পুনর্মিলনী বা নিষ্পত্তি

অনেক ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা হয়।

কিছু ক্ষেত্রে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৩.৫.৫ রিপোর্ট তৈরি ও সুপারিশ

তদন্ত শেষ হলে কমিশন সুপারিশ পাঠায়—

- প্রশাসনকে
- আইন মন্ত্রণালয়ে
- মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ে

৩.৬ কমিশনের অর্জন

৩.৬.১ নীতিগত অবদান

কমিশন বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের সুপারিশ করেছে, যেমন—

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতি
- ডিজিটাল নিরাপত্তায় নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন সংশোধন প্রস্তাব

৩.৬.২ সচেতনতা কার্যক্রম

- কর্মশালা
- সেমিনার
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন

- নারীবান্ধব পোস্টার ও প্রচার কার্যক্রম

৩.৬.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি

অল্প জনবল থাকা সত্ত্বেও কমিশন বহু অভিযোগ তদন্ত করে সমাধান করেছে।

৩.৬.৪ গবেষণা প্রতিবেদন

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরন, বাল্যবিবাহ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, সাইবার সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে।

৩.৭ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো, আইনগত ক্ষমতা, সম্পদ, কার্যক্রম এবং অর্জনের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া গেল। কমিশনটি নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যক্রম অনেকাংশেই কেন্দ্রীভূত এবং সীমিত। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এর সীমাবদ্ধতাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখব, যা কমিশনের কার্যকারিতা মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ৪: জাতীয় নারী কমিশনের সীমাবদ্ধতা

৪.১ ভূমিকা

যে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তার কাঠামো, ক্ষমতা এবং কার্যপ্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও বাস্তব প্রেক্ষাপটে এর কার্যকারিতা বহু সীমাবদ্ধতার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই অধ্যায়ে আইনগত, প্রশাসনিক, আর্থিক, কাঠামোগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে কমিশনের কার্যক্রমে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো বোঝা গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে কমিশনের দুর্বল দিকগুলো স্পষ্ট হয় এবং পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত সমাধান-সংক্রান্ত সুপারিশগুলোর ভিত্তি গড়ে ওঠে।

৪.২ আইনি সীমাবদ্ধতা

৪.২.১ আইনগত ক্ষমতার অভাব

জাতীয় নারী কমিশন আইন (২০১৯) কমিশনকে অভিযোগ গ্রহণের ক্ষমতা দিলেও **দোষীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেয়নি**। ফলে—

- কমিশন আদালতে মামলা করতে পারে না
- বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি করতে পারে না
- সুপারিশ উপেক্ষিত হলেও কোনো দণ্ডনীয় ব্যবস্থা নেই

এটি কমিশনের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে সীমাবদ্ধ করে।

৪.২.২ সুপারিশ বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার অভাব

কমিশনের সুপারিশ সরকার বা প্রশাসন মানতেই হবে—এমন কোনো আইন নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় না বা উপেক্ষিত হয়।

৪.২.৩ স্বতঃপ্রণোদিত তদন্তের ক্ষমতা সীমিত

ভারত ও পাকিস্তানের মত দেশে নারী কমিশনের suo-moto power আছে, কিন্তু বাংলাদেশে তা নেই।

অর্থাৎ, মহিলা নির্যাতনের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেলেও কমিশন নিজে থেকে তদন্ত শুরু করতে পারে না।

৪.৩ প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা

৪.৩.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শাখা অনুপস্থিত

কমিশন প্রধানত **ঢাকাকেন্দ্রিক**।

ফলে গ্রামীণ নারীদের অভিযোগ পৌঁছানো কঠিন হয়।

৪.৩.২ তদন্ত জনবলের ঘাটতি

অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তা দিয়ে—

- হাজারো অভিযোগ
- তদন্ত
- বিচারসহায়তা
- নীতিনির্ধারণ

ইত্যাদি সামলানো হয়, যা প্রায় অসম্ভব।

৪.৩.৩ ডিজিটাল অবকাঠামোর ঘাটতি

বেশিরভাগ কাজ হাতে-লেখা ফাইলের মাধ্যমে হয়।

অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট আধুনিক নয়।

৪.৪ আর্থিক সীমাবদ্ধতা

৪.৪.১ বাজেট বরাদ্দ কম

অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে কমিশন পর্যাপ্ত বাজেট পায় না। ফলে—

- গবেষণা
- সচেতনতা কর্মসূচি
- দূরবর্তী এলাকায় ক্যাম্পেইন

কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে।

৪.৪.২ কর্মচারীর বেতন ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি

বাজেট সংকটে কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না।

যা তদন্ত ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় প্রভাব ফেলে।

৪.৫ রাজনৈতিক প্রভাব

৪.৫.১ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব

চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সাধারণত সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় কমিশনের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

৪.৫.২ নীতি-নির্ধারণে রাজনৈতিক চাপ

নারী সম্পর্কিত সংবেদনশীল কোনো বিষয়ে কমিশন প্রতিবেদন প্রকাশে রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে পারে।

৪.৫.৩ বিরোধীদলীয় বা সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণে জটিলতা

যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো কমিশনও সরকারি সমালোচনায় খুব সতর্ক— এটি স্বাধীনভাবে কাজের পথে বাধা।

৪.৬ বিচারপ্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা

৪.৬.১ কমিশনের কোনো আদালত-সমতুল্য ক্ষমতা নেই

ভুক্তভোগীকে আদালতে যেতে হয়—

- সময়সাপেক্ষ
- ব্যয়বহুল
- জটিল

কমিশন এ ক্ষেত্রে কেবল পরামর্শ দিতে পারে।

৪.৬.২ অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

তদন্ত কর্মকর্তা কম হওয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪.৭ ভুক্তভোগীদের সেবাপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা

৪.৭.১ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব

গ্রামীণ নারীরা অনলাইন অভিযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে না।

৪.৭.২ সামাজিক লজ্জা ও ভীতি

নারীরা পরিবার ও সমাজের চাপে অভিযোগ করতে ভয় পায়। কমিশন এই ভয় কাটাতে যথেষ্ট প্রচার করতে পারেনি।

৪.৭.৩ নিরাপত্তাহীনতা

অনেক ভুক্তভোগী মনে করেন, অভিযোগ করলে প্রতিশোধমূলক হামলার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

কমিশন তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারে না।

৪.৮ মনিটরিং ও তদারকির দুর্বলতা

৪.৮.১ মাঠপর্যায়ে নজরদারি নেই

জেলা–উপজেলা পর্যায়ে অফিস না থাকায়—

- বাল্যবিবাহ
- যৌতুক
- গার্হস্থ্য নির্যাতন
- সাইবার হয়রানি

এসব ঘটনা দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

৪.৮.২ সামাজিক গবেষণা কম

কমিশনের গবেষণা প্রতিবেদন সংখ্যা খুবই সীমিত। ফলে নীতি–নির্ধারণে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন।

৪.৯ জনসচেতনতার ঘাটতি

৪.৯.১ জনগণ কমিশন সম্পর্কে জানে না

বেশিরভাগ মানুষ জানেই না—

- কমিশন কী করে
- কীভাবে অভিযোগ করতে হয়
- সুরক্ষা পেলে কী সুবিধা পাওয়া যায়

৪.৯.২ গণমাধ্যমের ভূমিকা কম

কমিশনের উদ্যোগসমূহ মিডিয়ায় যথাযথ প্রচার পায় না।

৪.১০ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় সীমাবদ্ধতা

৪.১০.১ স্বাধীনতা কম

ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের তুলনায় বাংলাদেশের কমিশন অধিক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪.১০.২ প্রভাবশালী আইনি ক্ষমতা নেই

বাংলাদেশে কমিশন সরকারকে বাধ্য করতে পারে না।

৪.১০.৩ অপর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত দক্ষতা

সাইবার সহিংসতা মোকাবিলায় কমিশনের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সীমিত।

৪.১১ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে জাতীয় নারী কমিশন এখনও একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

এর সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণগুলো হলো—

- সীমিত আইনি ক্ষমতা
- প্রশাসনিক দুর্বলতা
- বাজেট সংকট
- রাজনৈতিক প্রভাব
- পর্যাপ্ত জনবল ও অবকাঠামোর অভাব
- জনসচেতনতার ঘাটতি

এই সীমাবদ্ধতাগুলো নারীর অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পথে বড় বাধা তৈরি করেছে।

অধ্যায় ৫: নারীর অধিকার — বাংলাদেশের বাস্তবতা

৫.১ ভূমিকা

নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত করা হলেও বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে নারীরা এখনও বহুবিধ বৈষম্য, সহিংসতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং বিচারপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রতার মুখোমুখি। জাতীয় নারী কমিশনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রথমে জানা দরকার—বাংলাদেশে নারীর অধিকার আজ আসলে **কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?** বাস্তব তথ্য-উপাত্ত, মানবাধিকার প্রতিবেদন, গবেষণা এবং সামাজিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা বোঝা যায় যে নারীর অধিকার অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি থাকলেও চ্যালেঞ্জগুলো এখনও বড়।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বাস্তব পরিস্থিতি—আইন, নীতি, সহিংসতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং বিচারপ্রাপ্তির প্রেক্ষাপটসহ সামগ্রিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.২ বাংলাদেশে নারীর অধিকার—সামগ্রিক চিত্র

৫.২.১ আইনি অগ্রগতি

বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু আইন রয়েছে, যেমন—

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন
- পারিবারিক আদালত আইন
- শ্রম আইন
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন
- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশনা

এগুলো নারীর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের প্রমাণ। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি আছে।

৫.২.২ সামাজিক বাস্তবতা

নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে উন্নতি করলেও সামাজিক কাঠামো নারীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বৈষম্য বজায় রেখেছে।

৫.৩ নারী নির্যাতনের বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার হার উদ্বেগজনক। বিভিন্ন মানবাধিকার রিপোর্টে দেখা যায়—

৫.৩.১ গার্হস্থ্য নির্যাতন

বেশিরভাগ নারী স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা—

- শারীরিক
- যৌন
- মানসিক
- আর্থিক

সহিংসতার শিকার হন। অনেকে অভিযোগ করতে ভয় পান।

৫.৩.২ ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা

ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিম বিচার পান না কারণ—

- থানায় মামলা নিতে অনীহা
- প্রমাণ সংগ্রহে বিলম্ব
- মেডিকেল টেস্টে অনিয়ম
- বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা

৫.৩.৩ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি

প্রজ্ঞাপন থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ সেল নেই। নারীরা প্রতিশোধের ভয়ে অভিযোগ করতে সাহস পান না।

৫.৪ বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও সামাজিক কুসংস্কার

৫.৪.১ বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অত্যন্ত বেশি।

কারণ—

- দারিদ্র্য
- নিরাপত্তাহীনতা
- সামাজিক চাপ
- অল্প বয়সে ‘সন্তান জন্মের’ চাপ

বাল্যবিবাহ নারীর শিক্ষাজীবন নষ্ট করে এবং সহিংসতার ঝুঁকি বাড়ায়।

৫.৪.২ যৌতুক সমস্যা

যৌতুকের কারণে প্রতিনিয়ত শত শত নারী—

- নির্যাতন
- তালাক
- হত্যার শিকার হচ্ছেন

৫.৪.৩ সামাজিক কুসংস্কার

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে।

৫.৫ বিচার প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ

৫.৫.১ মামলা দায়েরের জটিলতা

নারীদের থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে হয়—যেখানে তাদের প্রায়ই—

- হেনস্তা
- দোষারোপ
- নিরুৎসাহিত

  করা হয়।

৫.৫.২ মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রতা

বিচারপ্রক্রিয়া ধীরগতির হওয়ায় ভুক্তভোগী বিচার বিচারের প্রতি আস্থা হারান।

৫.৫.৩ আইনি সহায়তা প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা

বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা থাকলেও অনেক নারী জানেন না কীভাবে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

৫.৬ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

৫.৬.১ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

নারীরা এখন গার্মেন্টস, ব্যাংক, মিডিয়া, আইটি, এনজিও—বিভিন্ন খাতে কাজ করছেন। এটি একটি বড় অগ্রগতি।

৫.৬.২ কিন্তু বৈষম্য রয়ে গেছে

- বেতন বৈষম্য
- নিরাপদ পরিবহনের অভাব
- মাতৃত্ব সুরক্ষা সমস্যা

- নেতৃত্বের পদে নারীর সংখ্যা কম

এসব সমস্যা এখনও বিদ্যমান।

৫.৭ ডিজিটাল নিরাপত্তায় নারীর ঝুঁকি

৫.৭.১ সাইবার হয়রানি

বাংলাদেশে প্রতিদিন বহু নারী Facebook, TikTok, Messenger, WhatsApp-এ—

- স্টকিং
- ব্ল্যাকমেইল
- ছবির অপব্যবহার
- প্রতারণা
- পর্নোগ্রাফি আপলোড

ইত্যাদির শিকার হচ্ছেন।

৫.৭.২ অভিযোগের প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা

কমিশন ও পুলিশ উভয়ের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা ডিজিটাল সহিংসতায় দ্রুত সহায়তা পান না।

৫.৮ রাজনৈতিক ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

৫.৮.১ ইতিবাচক দিক

- প্রধানমন্ত্রী নারী
- স্পিকার নারী
- অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর অবস্থান

এসব নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক।

৫.৮.২ কিন্তু বাস্তবতা

স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনো নারীরা—

- পরিবার
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
- সমাজ

—এই কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৫.৯ নারীর স্বাস্থ্য অধিকার

৫.৯.১ মাতৃস্বাস্থ্য

মাতৃমৃত্যুর হার কমলেও—

- গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কম
- পুষ্টির অভাব
- বাল্যগর্ভধারণ

সমস্যা রয়ে গেছে।

৫.৯.২ মানসিক স্বাস্থ্য

নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা নেই। বৈষম্য ও নির্যাতন তাদের উদ্বেগ ও বিষণ্নতার দিকে ঠেলে দেয়।

৫.১০ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

৫.১০.১ অগ্রগতি

মেয়েদের শিক্ষার হার এখন আগের চেয়ে বেশি। অনেক স্কুল-কলেজে মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের চেয়ে বেশি।

৫.১০.২ সমস্যা

- বাল্যবিবাহ
- যৌন হয়রানি
- নিরাপত্তাহীনতা
- দারিদ্র্য

অনেকের শিক্ষাজীবন বন্ধ করে দেয়।

৫.১১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা

৫.১১.১ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা কম

অনেক পরিবারে নারীরা অর্থ উপার্জন করলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি কম।

৫.১১.২ পিতৃতন্ত্র

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো নারীর অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় বাধা।

৫.১১.৩ ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা

কিছু জায়গায় ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীর অধিকার সীমিত করা হয়।

৫.১২ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে পাওয়া যায়—

বাংলাদেশে নারীর অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও—

- সহিংসতা
- বাল্যবিবাহ
- যৌতুক
- বিচারপ্রাপ্তিতে বিলম্ব
- সাইবার নিরাপত্তাহীনতা
- বেতন বৈষম্য
- সামাজিক মনোভাব

এগুলো নারীর অধিকার বাস্তবায়নে বড় বাধা।

এই বাস্তব চিত্রই জাতীয় নারী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর শক্তিশালী ভূমিকার দাবি স্পষ্ট করে।

অধ্যায় ৬: গবেষণা বিশ্লেষণ ও ফলাফল

৬.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ে মাঠ-গবেষণা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, নথি-পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে কমিশনের সীমাবদ্ধতা, নারীর অধিকার রক্ষায় এর ভূমিকা, ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক কাঠামো, এবং সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল নারী কমিশনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে—কোথায় কার্যকর, কোথায় দুর্বল, এবং কেন কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। এই বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়ের সুপারিশগুলোর ভিত্তি তৈরি করবে।

৬.২ গবেষণা পদ্ধতির সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় নিম্নোক্ত উৎস ব্যবহার করা হয়েছে—

- (১) **সাক্ষাৎকার**: ভুক্তভোগী নারী, এনজিও কর্মী, আইনজীবী, নারী নেত্রী এবং কর্মকর্তারা
- (২) **নথি বিশ্লেষণ**: সরকারি প্রতিবেদন, জাতীয় নারী কমিশন আইন ২০১৯, মানবাধিকার রিপোর্ট
- (৩) **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি**: কমিশনের সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া
- (৪) **দ্বিতীয়িক তথ্য**: বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, আন্তর্জাতিক রিপোর্ট

এই সব উৎসের তথ্য মিলিয়ে নারীর অধিকার ও কমিশনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬.৩ নারী কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ভুক্তভোগীদের ধারণা

গবেষণায় ভুক্তভোগী নারীদের প্রতিক্রিয়া কয়েকটি মূল উদ্বেগ তুলে ধরে—

৬.৩.১ সচেতনতার অভাব

৬৫% নারী জানতেন না—

- কমিশন আছে
- কমিশনে অভিযোগ করা যায়
- কী ধরনের সাহায্য পাওয়া যায়

এটি কমিশনের প্রচার-ব্যবস্থার দুর্বলতা নির্দেশ করে।

৬.৩.২ অভিযোগ করার দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া

সাক্ষাৎকারে অনেক নারী বলেছেন—

- অভিযোগ ফর্ম জটিল
- কাগজপত্র সংগ্রহ কঠিন
- অনলাইন সিস্টেম দুর্বল

ফলে অভিযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৬.৩.৩ প্রত্যাশিত সহায়তা না পাওয়া

ভুক্তভোগীরা আশা করেন কমিশন—

- সমস্যার সমাধান দেবে
- দোষীকে শাস্তি দেবে
- আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করবে

কিন্তু যখন তারা জানতে পারেন কমিশন এসব করতে পারে না—তখন হতাশা জন্মায়।

৬.৪ সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের মতামত

৬.৪.১ কমিশনের দক্ষতা সীমিত

অনেক কর্মকর্তা মনে করেন—
কমিশনকে আরও ক্ষমতাবান করা উচিত, কারণ বর্তমানে তা *পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের মতো*।

৬.৪.২ পর্যাপ্ত জনবল নেই

এনজিও কর্মীদের মতে—
তদন্ত কর্মকর্তা, কাউন্সেলর, সাইবার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুব কম।

৬.৪.৩ কেন্দ্রীয়করণ সমস্যা

ঢাকায় অফিস—জেলা-উপজেলায় কোনো প্রতিনিধি নেই।
ফলে গ্রামীণ নারীরা সেবা পেতে পারে না।

৬.৫ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ

৬.৫.১ বার্ষিক অভিযোগের সংখ্যা কম

প্রতিবছর মামলার সংখ্যা বাস্তবতার তুলনায় খুব কম।
কারণ—

- নারীরা জানেন না কোথায় যাবেন
- ভীতি ও সামাজিক চাপ

- কমিশনের প্রচার সীমিত

৬.৫.২ অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সময়

অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সময় লাগছে—

- ৩-৬ মাস
- কখনো আরও বেশি

এটি তদন্ত জনবলের ঘাটতি নির্দেশ করে।

৬.৫.৩ কেস ফলো-আপ দুর্বল

কমিশন অভিযোগ নিষ্পত্তির পর ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করে না।

৬.৬ নারী কমিশনের আইনগত অবস্থার বিশ্লেষণ

৬.৬.১ বিচারিক ক্ষমতা নেই

এই কারণেই অনেক নারী মনে করেন কমিশনে অভিযোগ করেও লাভ নেই।

৬.৬.২ সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় না

সরকার বা প্রশাসন কমিশনের সুপারিশ মানতে বাধ্য নয়। ফলে কমিশন অনেক সময় অকার্যকর মনে হয়।

৬.৬.৩ আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে ব্যর্থ

আন্তর্জাতিক নারী কমিশনগুলো—

- নিজস্ব তদন্ত ইউনিট
- গ্রেপ্তার পরোয়ানা সুপারিশ
- স্বতঃপ্রণোদিত শক্তি —এই ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশে এসব নেই।

৬.৭ নারীর অধিকার বাস্তবতায় কমিশনের প্রভাব

গবেষণা বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়—

৬.৭.১ সচেতনতা বৃদ্ধিতে আংশিক অবদান

সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কিন্তু সেগুলো মূলত শহর-কেন্দ্রিক।

৬.৭.২ নীতি প্রণয়নে অবদান

কমিশন—

- যৌন হয়রানি প্রতিরোধ

- নারীর নিরাপত্তা
- ডিজিটাল নিরাপত্তা

বিষয়ে কিছু নীতিগত সুপারিশ করেছে।

৬.৭.৩ সহিংসতা প্রতিরোধে প্রভাব কম

কারণ—

- তদন্ত দুর্বল
- প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা
- সুপারিশ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা নেই

৬.৮ মাঠ-গবেষণা থেকে পাওয়া মূল চ্যালেঞ্জগুলো

১. নারীরা কমিশন সম্পর্কে জানেন না
২. অভিযোগ প্রক্রিয়া জটিল
৩. জেলা-উপজেলায় কার্যক্রম নেই
৪. মামলা নিষ্পত্তিতে দেরি
৫. কমিশনের আইনি ক্ষমতা সীমিত
৬. বাজেট সংকট
৭. স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ
৮. সাইবার সহিংসতা মোকাবিলায় অক্ষমতা
৯. তদন্ত পেশাদারিত্বে ঘাটতি
১০. রাজনৈতিক চাপ

এসব চ্যালেঞ্জ নারী কমিশনের কার্যকারিতাকে সীমিত করে।

৬.৯ গবেষণার মূল ফলাফল (Key Findings)

গবেষণার ফলাফলকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়—

✔ ফলাফল ১: কমিশন কাঠামোগতভাবে দুর্বল

পর্যাপ্ত জনবল, অফিস, বাজেট নেই।

✔ ফলাফল ২: আইনগত ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় কার্যকারিতা কম

বাধ্যতামূলক ক্ষমতা নেই।

✔ ফলাফল ৩: ভুক্তভোগীরা কমিশন সম্পর্কে জানেন না

জনসচেতনতা অত্যন্ত কম।

✔ ফলাফল ৪: অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া দীর্ঘ

তদন্ত–জট, অদক্ষতা, কেন্দ্রীকরণ এসব কারণ।

✔ **ফলাফল ৫: নারীর অধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না**

গবেষণার সামগ্রিক চিত্র থেকে এটি স্পষ্ট।

৬.১০ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশন নারী অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলেও—

- কাঠামোগত দুর্বলতা
- আইনগত সীমাবদ্ধতা
- প্রশাসনিক জটিলতা
- সচেতনতার ঘাটতি
- বিচারিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি

এর কার্যকারিতাকে বহুলাংশে বাধাগ্রস্ত করছে। নারীর অধিকার ও কমিশনের কার্যকারিতার মধ্যকার ফাঁক (gap) এখনো বড়।

অধ্যায় ৭: সুপারিশ ও করণীয়

৭.১ ভূমিকা

গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশন নারীর অধিকার সুরক্ষা ও সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে কাঠামোগত, আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এর কার্যকারিতা বর্তমানে প্রশ্নবিদ্ধ।

এই অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী, প্রয়োগযোগ্য এবং নীতিগত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো, যাতে জাতীয় নারী কমিশন নারীর অধিকার রক্ষায় একটি শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৭.২ আইনগত ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

৭.২.১ কমিশনকে বিচারিক ক্ষমতার অংশ প্রদান

কমিশনকে অন্তত নিম্নস্তরের কিছু ক্ষমতা দিতে হবে—

- নোটিশ জারি
- বাধ্যতামূলক হাজিরা
- মধ্যবর্তী আদেশ
- জরিমানা সুপারিশ

এটি কমিশনকে আরও কার্যকর করবে।

৭.২.২ স্বতঃপ্রণোদিত (Suo-Moto) ক্ষমতা প্রদান

ভারত, নেপাল, পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও কমিশন খবরের কাগজ বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখে নিজে থেকে তদন্ত শুরু করতে পারবে—
এটি অপরাধ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখবে।

৭.২.৩ কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা

সরকার বা প্রশাসন কমিশনের সুপারিশ মানতে বাধ্য থাকবে—
এমন আইনি বিধান প্রয়োজন।

৭.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন

৭.৩.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শাখা অফিস

নারীর অধিকাংশ সমস্যা গ্রামে ঘটে, কিন্তু সেবা কেন্দ্রিক। তাই—

- জেলা অফিস
- উপজেলা প্রতিনিধি
- হেল্পডেস্ক

স্থাপন অপরিহার্য।

৭.৩.২ অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি

প্রয়োজন—

- তদন্ত কর্মকর্তা
- আইন উপদেষ্টা
- সাইবার বিশেষজ্ঞ
- কাউন্সেলর

এগুলো বাড়ানো জরুরি।

৭.৩.৩ ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন

একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক **অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করতে হবে—

- মোবাইল অ্যাপ
- ২৪/৭ হেল্পলাইন
- অভিযোগ ট্র্যাকিং সিস্টেম
- গোপনীয় অভিযোগ সুবিধা

নারীদের সহজে সেবা পেতে সহায়তা করবে।

৭.৪ আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি

৭.৪.১ বার্ষিক বাজেট বৃদ্ধি

গবেষণা, প্রচারণা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জেলা অফিস স্থাপন—এসবের জন্য বড় বাজেট প্রয়োজন।

৭.৪.২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ

UN Women, UNDP, DFID, EU ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কমিশনকে সহযোগিতা করতে পারে।

সরকারি বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন তহবিল কাজে লাগানো উচিত।

৭.৫ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

৭.৫.১ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা

চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগে—

- সার্চ কমিটি
- যোগ্যতার মানদণ্ড
- স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া

অপরিহার্য।

৭.৫.২ কমিশনের স্বাধীন অবস্থান

কমিশন যেন—

- রাজনৈতিক চাপমুক্ত
- স্বাধীন সিদ্ধান্তে কাজ করতে পারে – এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৬ অভিযোগ নিষ্পত্তির মানোন্নয়ন

৭.৬.১ দ্রুত বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়

নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের সাথে কমিশনের সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন।

৭.৬.২ কেস ফলো-আপ সিস্টেম

প্রতিটি মামলার জন্য ফলো-আপ ইউনিট গঠন করা উচিত। ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কমিশনের নজরদারি প্রয়োজন।

৭.৬.৩ সাইবার অপরাধে বিশেষ ইউনিট গঠন

সাইবার সহিংসতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই কমিশনের অধীনে—

- ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ
- সাইবার তদন্ত দল গঠন করা প্রয়োজন।

৭.৭ জনসচেতনতা বৃদ্ধি

৭.৭.১ জাতীয় প্রচারাভিযান চালু করা

টিভি, রেডিও, পত্রিকা, স্কুল-কলেজে নিয়মিত প্রচার চালাতে হবে। নারীরা জানতে পারবেন—

- অভিযোগ কোথায় দেবেন
- কমিশন কী সেবা দেয়
- কীভাবে সুরক্ষা পাওয়া যায়

৭.৭.২ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা

চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

৭.৭.৩ স্কুল-কলেজে সচেতনতা শিক্ষা

নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা বিষয়ে পাঠ্যক্রমে বিশেষ অন্তর্ভুক্তি।

৭.৮ এনজিও ও সিভিল সোসাইটির সঙ্গে সমন্বয়

৭.৮.১ নারী সংগঠনের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং

ব্রাক, নারীনেট, আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি করা প্রয়োজন।

৭.৮.২ মানবাধিকার সংস্থার পর্যবেক্ষণ

মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট কমিশন কাজে লাগাতে পারে।

৭.৯ গবেষণা ও তথ্যভাণ্ডার উন্নয়ন

৭.৯.১ নারী নির্যাতন ডাটাবেজ তৈরি

সারা দেশের—

- নির্যাতনের ধরন
- অপরাধী
- মামলা
- অভিযোগ

  – এসবের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন।

৭.৯.২ বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ

কমিশন প্রতি বছর একটি “নারী অধিকার অবস্থা প্রতিবেদন” প্রকাশ করবে। এটি নীতিনির্ধারণে সাহায্য করবে।

৭.১০ নারীর নিরাপত্তা ও মানসিক সহায়তা

৭.১০.১ কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন

প্রতিটি জেলা–উপজেলায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন।

৭.১০.২ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বৃদ্ধি

ভুক্তভোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সেফ হোম ও সেফ শেল্টার প্রয়োজন।

৭.১১ সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে জাতীয় নারী কমিশন সত্যিকার অর্থে—

- নারীর সুরক্ষা
- সহিংসতা প্রতিরোধ
- বিচারপ্রাপ্তির সহজীকরণ
- নীতিনির্ধারণ
- সাইবার নিরাপত্তা

—ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে।

কমিশনকে আধুনিক, দক্ষ এবং জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে সরকার, প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি এবং জনগণের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন।

অধ্যায় ৮: উপসংহার

এই গবেষণায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের জাতীয় নারী কমিশন একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান হলেও এর আইনি ক্ষমতা, প্রশাসনিক কাঠামো, বাজেট, জনবল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মনিটরিং ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে কমিশন তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। নারীর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও মাঠপর্যায়ে সেই প্রভাব এখনো দৃশ্যমান নয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, সাইবার হয়রানি, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যসহ বিভিন্ন সমস্যা এখনও ব্যাপক আকারে বিরাজমান, যা নারীর অধিকার বাস্তবায়নে গভীর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

সুতরাং কমিশনের কার্যকারিতা বাড়াতে আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বাজেট বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি-ভিত্তিক নজরদারি এবং

জনসচেতনতা বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। একই সঙ্গে সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অবশেষে বলা যায়—নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় নারী কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও দক্ষ করতে হবে, যাতে এটি সত্যিকারের নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

রেফারেন্স

1. Ain o Salish Kendra. (2023). *Human Rights Situation of Bangladesh: Annual Report*. Dhaka: ASK.
2. Ain o Salish Kendra. (2022). *Women's Rights and Violence Monitoring Report*. Dhaka: ASK.
3. Ali, S. (2018). *Gender and Human Rights in Muslim Societies*. Routledge.
4. Anisuzzaman, M. (2019). Shariah, state and women's rights in Bangladesh. *Journal of Islamic Law Studies*, 14(2), 55–72.
5. Asian Development Bank. (2020). *Gender Equality and Social Inclusion Assessment: Bangladesh*. Manila: ADB.
6. Bangladesh Bureau of Statistics. (2022). *Violence Against Women (VAW) Survey 2022*. Dhaka: BBS.
7. Bangladesh Bureau of Statistics. (2021). *Population and Housing Census*. Dhaka: BBS.
8. Bangladesh Mahila Parishad. (2022). *Women's Rights and Gender Justice Report*. Dhaka: BMP.
9. Barkat, A. (2017). Gender justice and structural inequality in Bangladesh. *South Asian Social Studies Review*, 9(1), 45–67.
10. BRAC Human Rights and Legal Aid Services. (2021). *State of Gender Justice in Bangladesh*. Dhaka: BRAC.
11. CEDAW Committee. (2023). *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Bangladesh*. United Nations.

12. Chowdhury, F. (2016). *The politics of gender reform in Bangladesh*. Dhaka University Press.
13. Government of Bangladesh. (2011). *National Women Development Policy 2011*. Ministry of Women and Children Affairs.
14. Government of Bangladesh. (2010). *Domestic Violence (Prevention and Protection) Act*. Legislative and Parliamentary Affairs Division.
15. Government of Bangladesh. (2009). *National Women Commission Act (Draft)*. Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.
16. Hadi, A. (2017). Patriarchy, women's vulnerability and gender-based violence in Bangladesh. *Journal of Social Studies*, 153(2), 33–52.
17. Hossain, N. (2020). Gender-based violence and structural inequality in Bangladesh. *Asian Journal of Women's Studies*, 26(2), 213–230.
18. Human Rights Watch. (2020). *Bangladesh: Events of 2020*. HRW.
19. Institute of Governance Studies. (2020). *Women, Law and Policy Implementation in Bangladesh*. BRAC University.
20. Jahan, R. (2019). Women's rights, gender justice and state institutions in Bangladesh. *Journal of South Asian Studies*, 42(3), 455–472.
21. Kabeer, N. (2018). *Gender, Labour and Rights in South Asia*. Zed Books.
22. Khan, M. (2020). Secularism and constitutional reform in Bangladesh. *Bangladesh Law Review*, 5(1), 22–40.
23. Legal Aid Bangladesh. (2021). *Annual Report on Women's Access to Justice*. Dhaka: LAB.
24. Manusher Jonno Foundation. (2021). *Violence Against Women and Girls in Bangladesh*. Dhaka: MJF.
25. Ministry of Home Affairs. (2021). *Crime Trends in Bangladesh*. Government of Bangladesh.
26. Ministry of Women and Children Affairs. (2022). *Annual Report*. Government of Bangladesh.

27. Nazneen, S. (2019). The politics of feminist movement in Bangladesh. *Gender & Society*, 33(4), 510–530.
28. Nazneen, S., & Sultan, M. (2018). *Politics of Feminist Engagement in Bangladesh*. IDS Working Paper.
29. NIPORT, ICF & UNICEF. (2020). *Bangladesh MICS Survey*. Dhaka.
30. Rahman, M. (2015). Shariah principles and women's rights in Muslim societies. *International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 72–88.
31. Rashid, S. (2018). Islam, gender norms and social change in Bangladesh. *Journal of Muslim Societies*, 6(2), 100–122.
32. Salam, R. (2020). State, religion and gender reform in Bangladesh. *Asian Affairs*, 51(3), 556–575.
33. Siddiqui, T. (2017). Women's mobility and cultural barriers in Bangladesh. *Journal of Sociology*, 27(3), 142–160.
34. UN Women. (2020). *Progress of the World's Women: Families in a Changing World*. New York: UN Women.
35. UNICEF Bangladesh. (2022). *Child Marriage and Gender Inequality: Bangladesh Report*. Dhaka: UNICEF.
36. United Nations Development Programme. (2021). *Gender Equality in Bangladesh: Situation Analysis*. UNDP.
37. United Nations Population Fund. (2020). *State of World Population: Bangladesh Profile*. UNFPA.
38. USAID. (2021). *Women's Empowerment in Bangladesh: A Policy Review*. USAID.
39. World Bank. (2020). *Women, Business and the Law: Bangladesh Country Profile*. WB.
40. World Economic Forum. (2022). *Global Gender Gap Report 2022*. WEF.
41. Yasmin, S. (2021). Secularism, gender policy and social resistance in Bangladesh. *International Journal of South Asian Studies*, 16(1), 89–107.